গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৪.২০.৩৯৪

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৮
১৭ জুন ২০২১

বিষয়: **ঢাকা জেলার কামারপাড়া স্কুল এন্ড কলেজের জনাব মো: আবু হানিফ, প্রভাষক(বাংলা) এর এম.পি.ও ভুক্তকরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা জেলার কামারপাড়া স্কুলএন্ড কলেজের জনাব মো: আবু হানিফ এর এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত কামনা করে প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন করেন। আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, বর্ণিত বিষয়ে উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা বিষয়ে ০২(দুই) জন প্রভাষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছে। সে অনুসারে নিয়োগ বোর্ড গঠন করে ০৬/১০/২০১২ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ বোর্ড এর দায়িত্ব হলো জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা এবং সংশ্লষ্টি বিধি-বিধান মোতাবেক দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জনবল নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা এর স্মারক নং-৭জি-১৫৮(ক-৩)/২০০৮/৫০৭০/১৪০; তারিখ: ০৩/০৭/২০১৩ খ্রি. জারীকৃত অফিস আদেশের ক্রমিক নং- (০১) এ বলা আছে "প্রযোজ্য অন্যান্য অনুচ্ছেদ মোতাবেক কেবলমাত্র প্যাটার্ণভূক্ত শূন্য পদে শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবেন।" মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা-২০০৯ এর ধারা-৪১(খ)-৪-৩ এ বলা আছে "নির্ধারিত পন্থায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি দান", যা গভর্নিং বডির আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাদির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে কলেজে শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগের এখতিয়ার গভর্নিং বডির, নিয়োগ বোর্ড শুধু সুপারিশ করার এখতিয়ার রাখে। উক্ত নিয়োগে ডিজি'র প্রতিনিধি জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা লিখিতভাবে জানান যে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং প্যানেল অনুষ্ঠিত প্রভাষক (বাংলা) পদে ০২ (দুই) জন প্রভাষক নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত হয়। ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী নিয়োগ বোর্ডে যোগদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে প্যানেল অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত দুইজন জনাব মো: সাকন মিয়া এবং জনাব মো: আবু হানিফ কে নিয়োগ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে নিয়োগ বোর্ডের নিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার নেই। সুতরাং ০৬/১০/২০১২ তারিখে উক্ত কলেজের প্রভাষক বাংলা বিষয়ে নিয়োগে ঐ ধরনের যথাযথ সিদ্ধান্ত গভর্নিং বডির রেজুলেশনে নেই। বরং কলেজ কর্তৃপক্ষ জনাব মো: আবু হানিফ এর এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাউশি, ঢাকায় অনলাইনে যে আবেদন করেছে সে বিষয়ে টেলিফোনে জানতে চাইলে, পরিচালক মহোদয় তথ্য প্রদান করেন যে, "আবেদন গৃহীত না হওয়ায় আবেদনকারী ০৬/০৫/২০২০ খ্রি. ২৫/০৫/২০২০ খ্রি. এবং ২৮/০৫/২০২০ খ্রি. মোট ০৩ (তিন) বার আবেদন করেছে। দাখিলকৃত Original Recruitment Result Sheet (C.S) এ লেখা হয়েছে, "১ম ও ২য় স্থান অধিকারী যোগদান না করলে ৩য় স্থান অধিকারী মো: সাকন মিয়া ও ৪র্থ স্থান অধিকারী মো: আবু হানিফ কে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হলো।" বিষয়টি যথাযথ নয় বিধায় সন্দেহজনক। প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ১৩/১১/২০১২ খ্রি. তারিখের গভর্নিং বডির রেজুলেশন যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সবগুলো রেজুলেশনের বক্তব্য অভিন্ন নয়। পরিস্কারভাবে তাতে টেম্পারিং ধরা পড়েছে। আবেদনটি ফেরত দেওয়া হলো এবং অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষককে এ ধরনের আবেদন পাঠানোর ব্যাপারে সতর্ক করা হলো।" কলেজ কর্তৃক আবেদনের সাথে জমাকৃত ১৩/১১/২০১২ খ্রি. তারিখের গভর্নিং বডির রেজুলেশন বার বার টেম্পারিং করেছে। মাউশি অধিদপ্তরে কলেজ অধ্যক্ষের শুনানি গ্রহণকালে তিনি এ বিষয়ে কোনো

সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি বার বার বলেছেন যে, বুঝতে পারিনি; ভুল হয়েছে। অতএব ভুল সিদ্ধান্তের আলোকে গভর্নিং বডির রেজুলেশন টেম্পারিং করা বিধি বহির্ভূত । নিয়োগ মূল্যায়নপত্র তথা নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ বা বিধিসম্মত হয়নি।

এম.পি.ও ভুক্তির সিদ্ধান্তের আবেদনের বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো :

(ক) নিয়োগ যথাযথ না হওয়ায় প্রভাষক বাংলা পদে জনাব মো: আবু হানিফ এর এম.পি.ও.ভুক্তির সুযোগ নেই;

(খ) ডিজি'র প্রতিনিধি হিসেবে বিধি-বহির্ভূত কর্মকান্ড করায় জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা- কে ভবিষ্যতে আরও সতর্কতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হলো;

(গ) অধ্যক্ষ কর্তৃক উক্ত নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত গভর্নিং বডির রেজুলেশন টেম্পারিং করার জন্য পরিচালক, মাউশি আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা থেকে তাঁকে সতর্ক করার পরেও ঐ সকল টেম্পারিংযুক্ত রেজুলেশন দ্বারা মাউশি অধিদপ্তরে এম.পি.ও.ভুক্তির মতামতের জন্য আবেদন করায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা এর ১৭.৩ ধারা, ১৮.১ (গ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে পত্র প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য বলা হলো;

(ঘ) কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতিকে উক্ত বিষয়ে লিখিত মতামতের জন্য বলা হলো।

১৭-৬-২০২১
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)

বিতরণ :

১) সভাপতি, গভর্ণিং বডি, কামারপাড়া স্কুল এন্ড কলেজ,
উত্তরা, ঢাকা;
২) জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা),
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা;
৩) অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত), কামারপাড়া স্কুল এন্ড কলেজ,
উত্তরা, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৪.২০.৩৯৪/১(৩)

তারিখ: ৩ আষাঢ়.১৪২৮ / ১৭ জুন ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা;
২) জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা;
৩) সংরক্ষণ নথি।

১৭-৬-২০২১
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)